মত-মতান্তর

শিক্ষক: শিকড় থেকে শিখরে

সহকারী অধ্যাপক হাবিবুর রহমান

(১৪ ঘন্টা আগে) ৫ অক্টোবর ২০২৫, রবিবার, ৬:২৩ অপরাহ্ন

আরও দেখুন কলকাতা কথকতা ভ্রমণ বিনোদন কেন্দ্র দেশ বিদেশ প্রিন্ট সংস্করণ ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার শিক্ষাঙ্গন খবর কলকাতা সংবাদ ভ্রমণ গাইড তথ্য প্রযুক্তি রাজনৈতিক বিশ্লেষণমূলক বই

মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধন বা সংস্কৃতির সাথে জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, আচার, শিল্প, আইন, রাজনীতি বা সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার নিবিড় বন্ধন রয়েছে যার উর্বর চারণভূমি হচ্ছে সভ্যতা।

আর এ সভ্যতার সূতিকাগার ও অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হচ্ছে একজন মহান শিক্ষক।প্রাচীন পৃথিবীর যন্ত্রপাতি ও লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে এ মহান শিক্ষকের আবির্ভাব ঘটে। মধ্যেযুগের বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আধুনিক ও আধুনিধোত্তর যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা(এআই),অপ্রকৃত বাস্তবতা(ভিআর), বুদ্ধিদীপ্ত বাস্তবতা(এআর) ও আইওটি নিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আবিষ্কারের নেশায় মগ্ন শিক্ষকগণ।পৃথিবীর যত সভ্যতা, আবিষ্কার ও সৃষ্টি সব কিছুর পিছনে কোন না কোন মহান শিক্ষক অথবা শিক্ষকগণ অবদান রেখেছেন।মানবাধিকার কিংবা স্বাধিকার,ভাষা কিংবা অধিকার সব বিপ্লব ও আন্দোলনের ইতিহাস মহান শিক্ষকের রক্তে লিখা হয়। কখনো প্রকাশিত কখনো অপ্রকাশিত কিন্তু সৃষ্টিকে মুছে ফেলা যায় না। একটি জাতি, রাষ্ট্র, সমাজ বিনির্মাণে সম্মানিত শিক্ষকগণের যেমন অবদান রয়েছে তেমনি একজন সফল মানুষ ও উদ্যোগক্তা সৃষ্টির পিছনে রয়েছে অবিরাম অন্তহীন প্রেরণা। পৃথিবীর প্রতিটি সুন্দর ও মানুষের পিছনেও একটি গল্প থাকে। সেই গল্পটিই একজন

মহান শিক্ষক, নিঃস্বার্থ মালি যিনি শত পুষ্পে সুরভি ছড়িয়ে নির্মল করেন ধরাকে।
তাই বলা যায়
"পৃথিবীর যা কিছু মহান চির কল্যাণকর'
সবটুকুই করিয়াছেন দান মহান শিক্ষকগণ"।
পৃথিবীর প্রথম পেশাদার শিক্ষক চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস যিনি বলেছিলেন 'পৃথিবীর সব অন্ধকার মিলেও একটি প্রদীপের আলো নিভাতে পারবে না'। তিনি নৈতিকতা ও সামাজিকতার মান দণ্ডে শিক্ষকতাকে শিল্পে পরিণত করেছিলেন।
যা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।
প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় অনবদ্য অবদান রাখে '"বার আঙ্খ " নামক একটি স্কুল যা পৃথিবীর প্রথম স্কুল নামে পরিচিত। এ স্কুল থেকেই শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সভ্যতা মহান শিক্ষকগণের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।
পশ্চিমা দর্শনের গুরু গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস ছিলেন একজন পেশাদার শিক্ষক যিনি যুব সমাজকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য জ্ঞানের ফেরি করে বেড়াতেন।তাঁর শিষ্য প্লেটো গুরুর পথধরেই শিক্ষার আলো বিতরণে গড়ে তুলেন

একাডেমি।
প্রাণী ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান এর জনক গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল ছিলেন একজন পেশাদার শিক্ষক। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, যুক্তি বিদ্যা, রাষ্ট্র বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আলো বিতরণে গড়ে তুলেন 'লাইসিয়াম'। এ মহান শিক্ষক এর শিক্ষা পদ্ধতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা রীতিনীতি আধুনিক যুগেও অনুশীলন করা হয়। এ জ্ঞান পিপাসু ১৩ বছর পড়েয়েছিলেন আলেকজান্ডারকে।তিনিই দিনে ছাত্রদের ও রাতে জ্ঞান পিপাসু জনগণের জন্য লেকচার দিয়ে শিক্ষকতা পেশাকে চির উন্নত করেন।
ভারত বর্ষের অন্যতম প্রধান পণ্ডিত ও শিক্ষক ছিলেন কৌটিল্য। এ মহান শিক্ষক দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ তার অমর সৃষ্টি "অর্থশাস্র" সরকারের বিজ্ঞান ও অর্থনীতির বিজ্ঞান নামে দুটি বিজ্ঞানের কথা বলেন যা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অনস্বীকার্য। তিনি বলেন "সুখের মূল ধর্ম,ধর্মের মূল অর্থ,অর্থের মূল সুশাসন, সুশাসনের মূল বিজয়ী অভ্যন্তরীণ সংযম, বিজয়ী অভ্যন্তরীণ সংযমের মূল

নম্রতা আর নম্রতার মূল হচ্ছে বয়স্কদের সেবা"।

মারিয়া ত্যাকলা আর্তেমেসিয়া মন্টেসরি একজন ইতালীয় শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসক।এ মহান শিক্ষকের জীবনের পরতে পরতে আছে নানা অপমান ও বঞ্চনার গল্প। চড়াই উৎরাই পেরিয়ে তিনি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেন বিশ্ব পরিমণ্ডলে।তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি " মন্টেসরি শিক্ষা পদ্ধতি " নামে পরিচিত। এ পদ্ধতি আজ সারা বিশ্বে কার্যকর টিচিং ম্যাথড।

অ্যান সুলিভান মেসি একজন আমেরিকান শিক্ষক। তিনি দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে একজন শিক্ষক হয়ে উঠেছিলেন।তিনিই বাক,শ্রবন ও দৃষ্টিপ্রতিবনদ্ধী হেলেন কেলার বা হেলেন অ্যাডামস কেলার এর শিক্ষক ছিলেন। বাক-শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিত্ব নিয়ে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে হেলেনের স্নাতক ডিগ্রি অর্জন এবং পরবর্তীতে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করার পিছনে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল এ মহান শিক্ষকের । হেলেন প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকারের জন্য আজীবন লড়াই করেছেন।

একই সাথে তিনি ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক ও রাজনৈতিক কর্মী।

জন ফ্রেডরিক ওবারলিন ছিলেন একজন ফরাসি শিক্ষাবিদ যিনি ১৮শ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রান্সের একটি দরিদ্র গ্রামে প্রথম প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তার প্রচেষ্টার ফলে, তার গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী উন্নত শিক্ষা ও সামাজিক জীবন লাভ করে এবং তার 'ওবারলিন-এর আত্মা' নামে পরিচিত একটি মানবিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শের জন্ম দেয়।

তিনি দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামের শিশুদের জন্য প্রথম প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে অন্যান্য দেশেও একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা জোগায়।

গণিতের মত একটা রসকষহীন বিষয়কে দারিদ্র্যপীড়িত শিক্ষার্থীদের কাছে 'স্ট্যান্ড এন্ড ডেলিভার' গল্পের মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তুলেন আমিরিকান -ভোলিভিয়ান শিক্ষক জেইম আলফান্সো এস্কালেন্ট।

ভারতের শিক্ষাগত দর্শন ও

অবদান

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ছিলেন একজন খ্যাতনামা দার্শনিক ও শিক্ষক। তিনি মনে করতেন, শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো পরম সত্য খুঁজে পাওয়ার জন্য বস্তুজগতের সাথে সমন্বয় করে আত্মার উন্নয়ন ঘটানো। ৫ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মবার্ষিকী ভারতে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়, যা শিক্ষকদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অবদানের স্মারক। তিনি অদ্বৈত বেদান্তের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা দর্শনে বিশ্বাস করতেন এবং শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ওপর জোর দিতেন।

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে সম্মানিত শিক্ষকে তাজা প্রাণ দিতে হয়েছে। নিজের জীবনের বিনিময়ে শিক্ষকতাকে পেশাদারিত্বের সর্বোচ্চ আসনে সমুন্নত রেখে গেলেন মাহেরীন চৌধুরী, মাসুকা। পৃথিবীর প্রথিতযশা সম্মানিত এ সকল শিক্ষকগণের রেখা যাওয়া স্বপ্ন, আর্দশ,ত্যাগ,অর্জন ও পথ চলা আমাদের জন্য পাথেয় ও গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য বই।তাঁদের শিক্ষক হয়ে উঠার গল্প, জীবনাদর্শ,সংগ্রাম, গবেষণা ও সৃষ্টি হতে পারে আমাদের পাঠ্য বই।

এ ভাবেই পৃথিবীর ঊষালগ্ন থেকে অদ্যাবধি মহান শিক্ষকগণ জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোকিত করে আসছেন ধরাধামে।সভ্যতা, বিজ্ঞান, আবিষ্কার, প্রযুক্তি ও গবেষণা সব কিছুতেই সোনালী ফসল এ মহান শিক্ষকগণের পরশে। বিশ্ব শিক্ষক দিবসে তাই পৃথিবীর সকল শিক্ষকগণের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদন করছি।